STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class- V

Sub- 2nd language (Bengali)

Time- 30minutes

Topic- Handwriting & Spelling

Date- 20/05/2020

Worksheet- 13

(প্রথমে গদ্যাংশটি সঠিক উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ও অভিব্যক্তি (Expression) অনুযায়ী ভালো করে তোবে তোবে পড়ো। ভাবপর অংশটি একটি পৃষ্ঠায় দেখে দেখে লেখ এবং নীচে দাগ দেওয়া শব্দ গুলি বানানের জন্য আলাদা করে লিখে মুখস্থ করো। লেখার পর পৃষ্ঠাগুলি তারিখ অনুযায়ী যত্ন করে একটি ফাইল-এ রাখো।)

'না, দাদা, তুমি দেখবে এসো।'
ভুলো মাটির ভাঁড় থেকে জল খাচ্ছিল। হলদে পালকটা ভাঁড়ের জলে ভাসছিল। ভিজে একটু

চুপসে গিয়েছে, কিন্তু তখনও সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। বোগি পালকটা তুলে, মুছে, পকেটে রেখে দিল। কারো মুখে কথা সরে না। কোথাও একটু আওয়াজ নেই,শুধু মাথার উপর একটা রাতের পাখির ডানা নাড়ার ঝটপটি,আর দূরে কুসিদিদিদের পোড়ো জমির ঝাউগাছের পাতার মধ্যে দিয়ে

শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে, আর রুমু বোগির বুকের ধুকপুকি। এবার তবে তো ঝগড়ু মিথ্যা কথা বলেনি। দারুণ গাঁজাখুরি গল্প বলে ঝগড়ু। দুমকায় ওদের গাঁয়ে নাকি হয় না এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। সেখানে সীতাহার গাছের পিছনে সূর্য ডুবে গিয়ে যেই তার লাল আলোগুলোকে গুটিয়ে নেয়, অমনি নাকি আকাশ থেকে সোনালি রঙের অবাক পাখিরা বটফল খেতে নেমে আসে। তারা ডাকে না, কারণ তাদের গলায় স্বর নেই। তারা মাটিতে বা গাছের ডালে বসতে পারে না, কারণ তাদের পা নেই। এমনি উড়ে ফল খেয়ে আবার আকাশে চলে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা পাখির ডানা জখম হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়, আর ঠিক সেই সময় যদি তাকে শেয়ালে কি কুকুরে খেয়ে ফেলে, তাহলে সেই শেয়াল কি কুকুর মানুষ হয়ে যায়। তাই শুনে বোগি বলেছিল, 'যাঃ, ঝগড়ু যত রাজ্যের বাজে কথা! জানোয়ার কখনো মানুষ হয়?'

'বিশ্বাস না করতে পার, বোগিদাদা, কীই-বা জান তুমি? জানলে কী আর রোজ রোজ মাস্টারমশাইয়ের কাছে বকুনি খেতে। কিন্তু আমাদের দুমকাতে ওইরকম অনেক মানুষ আছে। তাদের দেখলেই চিনতে পারা যায়। কারণ সবটা মানুষের মতো হলেও, চোখটা হয় পাটকিলে রঙের, আর কানের উপরদিকটা হয় একটু ছুঁচলো। নেই ও-রকম মানুষ তোমাদের এখানেও? কেউ চোখে দেখে না ও পাখি, কিন্তু ওই মানুষদের দেখলেই সব বোঝা যায়।'

পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রোজ সন্ধে বেলায় দাদুর বাড়ির পাঁচিলের তলা থেকে আমরুল পাতা তুলতে আসেন। মাঝে মাঝে আমরুল তুলতে তুলতে চোখ উঠিয়ে রুমুকে বলেন, 'আয় তুলে দে, আমার গেঁটে বাত, এসব তোদের কচি হাড়ের কাজ।' ততক্ষণে সূর্য তাল গাছের গুঁড়ির কাছে নেমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়ে গেছে। পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নির চোখে আলো পড়ে, চকমকি পাথরের মতো ঝকঝক করে; পাটকিলে রঙের চোখের মণি, তার মধ্যে সোনালি রঙের সবুজ রঙের ডুরি ডুরি কাটা মনে হয়; মাথার কাপড় খসে যায়, ঝিনুকের মতো পাতলা কান, উপর-দিকটা গোল না হয়ে খোঁচামতন।